সমকাল

তারিখ ... 06 MAY 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৩ ...

গণগ্রন্থাগারে রবীন্দ্রসন্ধ্যা

■ সমকাল প্রতিবেদক

সন্ধ্যা নামতেই রাজধানীর সুফিয়া কামাল কেন্দ্রীয় গণগ্রন্থাগারের পরিবেশটা পাল্টে যাচ্ছে। সুনসান নীরবতা ভেঙে ভেসে আসছে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কালজয়ী সব গান। 'দূর করো সংশয়শঙ্কার ভার, যাও চলি তিমিরদিগন্তের পার'– এ প্রতিপাদ্যে গণগ্রন্থাগারের শওকত ওসমান স্মৃতি মিলনায়তনে বাংলাদেশ রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী সংস্থার আয়োজনে চলছে পাঁচদিনের 'সপ্তবিংশ জাতীয় রবীন্দ্রসঙ্গীত উৎসব'।

সংস্কৃতি

গতকাল বৃহস্পতিবার উৎসবের দ্বিতীয় দিনের আয়োজন শুরু হয় রবিরশ্মির শিল্পীদের সমবেত পরিবেশনায় জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে। এরপর তারা গেয়ে শোনায় 'ঐ মহামানব আসে' ও 'আমার বেলা যে যায়' গান দুটি। একক পরিবেশনায় আঞ্জুমান ফেরদৌসী কাকলী শোনান 'মেঘ বলেছে যাবো যাবো', মাহফুজা হক তুলি শোনান 'চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে', আঁখি হালদার শোনান 'যদি প্রেম দিলে না প্রাণে', তালাৎ সুলতানা শোনান 'আমার খেলা যখন ছিল', রাবেয়া আক্তার শোনান 'আমার যা আছে', রাইয়ান খালিদ স্যান্ড্রা শোনান 'তুমি কোন ভাঙ্গনের পথে এলে', সেলিনা হুদা শোনান 'হেলাফেলা সারা বেলা', সাইফুল ইসলাম খান শোনান 'তবু মনে রেখো যদি', বিষ্ণু ম ল শোনান 'কাল রাতের বেলা', জাফর আহমেদ শোনান 'বিশ্ব সাথে যোগে'। এ ছাড়াও একক গানে অংশ নেন আঁখি বৈদ্য, ফাহমিদা হোসেন, কনক খান, মেহেরা মুস্তফা নীপা, অপর্ণা খান, মনসুরা বেগম, ফারহানা খান, সত্য চক্রবর্তী, অনিকেত আচার্য, তপন কুমার সরকার ও ইমরানুল হক। গান ছাড়াও ছিল নৃত্যনন্দনের পরিবেশনায় নৃত্যনাট্য 'চ ালিকা'। আজ শুক্রবারও সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় শুরু হবে উৎসব। ২৫ বৈশাখ রবীন্দ্রজয়ন্তীতে শেষ হবে এ আয়োজন।

দৃক গ্যালারিতে 'ব্ল্যাক বার্ডস আই : বাংলাদেশ অ্যান্ড বিয়ন্ড' : শামীম শরীফ সুষম পেশায় বৈমানিক। পেশাগত কারণেই তাকে উড়ে বেড়াতে হয় আকাশে। সে আকাশ থেকেই পাখির চোখে দেখেছেন বাংলাদেশকে। ক্যামেরার লেন্সে তুলে এনেছেন বাংলার সৌন্দর্য, যা এখন প্রদর্শিত হচ্ছে রাজধানীর দৃক গ্যালারিতে। 'ব্ল্যাক বার্ডস আই : বাংলাদেশ অ্যান্ড বিয়ন্ড' শিরোনামের এ প্রদর্শনী শুরু হয়েছে গতকাল। চলবে ৭ মে পর্যন্ত, প্রতিদিন বিকেল ৩টা থেকে রাত ৮টা।